

নিজামে সন্দীপ ‘ঘনিষ্ঠ’ সঙ্গীক দেবাশিস সোম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট : বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তল্লাশি। আর তার পরই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দেবাশিস সোমের গন্তব্য নিজাম প্যালেস। দেবাশিসবাবু আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ‘ঘনিষ্ঠ’ বলেই জানা গিয়েছে। বিকেল চারটে নাগাদ নিজের গাড়ি চড়ে সঙ্গীক দেবাশিস সোম কেঁচুপুরের বাড়ি থেকে বেরন। তাঁর পিছনে ছিল সিবিআইয়ের গাড়ি। এর পর সোজা নিজাম প্যালেসে গিয়ে ঢোকেন তাঁরা। দেবাশিসের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সিবিআই আধিকারিকদের হাতে এসেছে কিনা, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। দেবাশিস সোম আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের ডেনমেন্টের। তিনি মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিলেরও সদস্য। তিনি প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ‘ঘনিষ্ঠ’ বলেই পরিচিত। আর জি করের প্রাক্তন সুপার আখতার আলির দায়ের করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার সিবিআইকে দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। ওই মামলায় নাম রয়েছে দেবাশিসেরও। তাই সে কারণেই দেবাশিসকে নিজাম প্যালেসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রবিবার সকাল থেকে অ্যাকশন মোড়ে সিবিআই। এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাজ সিবিআইয়ের একটি দল যায় আর জি কর হাসপাতালে। প্রশাসনিক ভবনে দিনের তল্লাশির পর অ্যাকাডেমিক বিভাগে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

বু প্রিন্ট তৈরি, প্রশান্ত কিশোরের!

পট্টা, ২৫ আগস্ট : লোকসভা ভেঁট মটার পর ধের আসরে নামলেন ভেটিকুশলী প্রশান্ত কিশোর। আগামী ২০২৫ সালেই বিহারে রয়েছে বিধানসভা ভেট। আর আসন্ন এই ভেটে তাঁর দল কতগুলি আসনে লড়বে সেই ব্যাপার বড় ঘোষণা করলেন প্রশান্ত কিশোর। আজ রবিবার বিহারের পাটনায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভেটিকুশলী জানালেন, ২০২৫ সালে, জন সুরাজ ২৪৩ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং কমপক্ষে ৪০ জন মহিলা প্রার্থী মনোনীত হবেন। আমরা এটাও বলেছি যে, ২০৩০ সালে জন সুরাজ থেকে ৭০-৮০ জন মহিলাকে নেতা করা হবে। এটা নারী সেন্সের সভা ছিল না, এটা ছিল সত্যিকার অর্থে নারী নেতৃত্ব তৈরির প্রয়াস। যতদিন পর্যন্ত নারীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পাবে, ততদিন তাদের সমান অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। বিহারে প্রশান্ত কিশোর সরকার গড়বেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘২০২৫ সালে যখন জন সুরাজ সরকার গঠিত হবে, তখন কাউকে ১০-১২ হাজার টাকার কাজের জন্য বিহার ছাড়তে বাধ্য করা হবে না। এ জন্য আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ রুপরেখা তৈরি করেছি।’

সন্দীপ জমানার দুর্নীতি’র খোঁজে আর জি করে সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট : আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিস্তারিত অভিযোগ উঠেছে। সেই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে ওটা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তভার হাতে পেয়েই তল্লাশিতে সিবিআই আধিকারিকরা। এদিন সকালে সন্দীপ ঘোষের বাড়ি-সহ ১৫ জায়গায় হানা দিয়ে সিবিআই। যায় আর জি কর মেডিক্যালও। সোজা সুপারের ঘরে ঢোকেন তাঁরা। সেখানে একাধিক নথি মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক কী দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সন্দীপ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে তা নিয়ে প্রশ্ন করলেও সরাসরি কেউ মুখ খোলেন নি। জানা গিয়েছে, অভিযোগ এই যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও কলেজ কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়াই ফুড স্টল, ক্যাফে, ক্যান্টিন, সুলাভ কমপ্লেক্স তৈরির জন্য টেন্ডার দেওয়া হয়। তিনজন বিশেষ ব্যবসায়ী এই প্রকৌর্ট টেন্ডার পান। তাদের একেকজনকে কয়েক কোটি টাকার

নারী নির্যাতনে কঠোরতম শাস্তি হবেই! নতুন আইন প্রণয়ণে রাজ্যকে সহায়তার বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট : কর্তব্যরত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুন নিয়ে তোলপাড় সমস্ত দেশ। তদন্তভার গিয়েছে সিবিআইয়ের হাতে। শহর, রাজ্য তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসকরা যথাযথ নিরাপত্তার দাবিতে রীতিমতো কর্মবিরতি পালন করেছেন। এক চিকিৎসকের উপর এমন নারকীয় ঘটনা কাঁপিয়ে দিয়েছে সকলকে। নারী নির্যাতন বিশেষত যৌন হেনস্তার মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে আরও কড়া আইন আনার প্রয়োজনীয়তার কথা কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরেছেন দলমত নির্বিশেষে। রাজনীতিকরা। এমনকী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও পাঠিয়েছেন। এবার সরাসরি আর জি করের নাম না নিয়েও নারীবিরোধী অপরাধে কড়া শাস্তির জন্য প্রয়োজনীয় আইনের কথা বললেন নরেন্দ্র মোদি। মহারাষ্ট্রের জলগাও-তে ‘দিদি’দের সম্মেলনে তাঁর মুখে শোনা গেল সেই বার্তা। প্রধানমন্ত্রী মোদির বক্তব্য, নাবালক-নাবালিকাদের উপর যৌন



কিন্তু এসব ছাড়াও তাদের উপর নানাদরনের হিংসার ঘটনা ঘটে। কোন অপরাধে কী শাস্তি, তা নির্দিষ্ট করা নেই। কিন্তু ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় তা স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি, মহিলাদের উপর সবরকম অত্যাচার বন্ধ করে রাজ্য সরকারগুলির পদক্ষেপে পাশে আছি কেন্দ্র।

আমাদের সরকার অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। ‘লাখপতি দিদি’

বিচারপ্রক্রিয়ায় গাফিলত হতো, দেরি হতো। কিন্তু আমরা এসব কাজকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এগিয়েছি। এখন মহিলাদের উপর যে কোনও রকম অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে থানায় না এসেও ই-এফআইআর দায়েরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের যুবসমাজকে ফের একবার রাজনীতিতে আসার আহবান জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি রবিবার তাঁর মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত- এ বলেন, রাজনীতিতে যুবকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জানান, এই বছর তিনি লালকেল্লা থেকে রাজনীতিতে আসার আহবান জানিয়েছিলেন এমন যুবকদের, যারা রাজনীতিতে যুক্ত হয়নি এখনও। এতে বিপুল সাড়া মিলেছে বলে জানান তিনি। তিনি এও বলেন, এটা থেকেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের যুবসমাজ রাজনীতিতে আসার জন্য প্রস্তুত। তাদের শুধু সঠিক সুযোগ দেওয়া এবং সঠিক দিশা দেখাতে হবে।

আগামী দিনে জাতিগত জনগণনা নীতি নির্ধারণের মূল ভিত্তি হতে পারে : রাহুল গান্ধী



সংরক্ষণ চাইছেন, সোটা বালক বুদ্ধির পরিচয়। জাতিগত জনগণনা, সংরক্ষণকে জাতীয় এজেন্ডা হিসাবে লোকসভায় তুলে ধরতে মরিয়া রাহুল গান্ধী। প্রায় সব সভা, বৈঠক, সর্বত্র দলিত, আদিবাসীদের বঞ্চনা নিয়ে সরব হন তিনি। সরকারের শীর্ষ অমলাতন্ত্র থেকে বেসরকারি সংস্থার কর্মী, সর্বত্র দলিত, আদিবাসী সংখ্যালঘুদের অনুপস্থিতি নিয়ে নিয়মিতভাবে সরব হচ্ছেন তিনি। যুব কংগ্রেসের সংবিধান সম্মান সম্মেলনে ভাষণ দেন তিনি। সেখানেই বিরোধী দলনেতাকে বলতে শোনা যায়, আমি মিস ইন্ডিয়ায় তালিকাটা দেখছিলাম। ভেবেছিলাম একজন অন্তত আদিবাসী বা দলিত মহিলা থাকবেন। কিন্তু ওই তালিকায় একজনও দলিত, ওবিসি বা আদিবাসী নেই। তাও সংবাদমাধ্যমে নাচ-গান, সিনেমা, ক্রিকেট, বলিউড এসব নিয়ে কথা হয়। কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কথা হয় না। রাহুল বলেন, আগামী দিনে জাতিগত জনগণনা নীতি নির্ধারণের মূল ভিত্তি হতে পারে। কংগ্রেস নেতারা ওই বক্তব্য ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে ছড়িয়েছে। বিজেপি সমর্থকরা ওই মন্তব্য নিয়ে রসিকতাও শুরু করেছেন। খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণে রিজিজু এক্স হাভেন্ডেলে পোস্ট করে বললেন, এবার উনি মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতা, খেলাধুলাতেও সংরক্ষণ চাইবেন। এটা শুধু ওই বালক বুদ্ধির মনোরঞ্জনের ব্যাপার নয়, যারা ওকে সমর্থন করেন, তাদেরও সমস্যা। কংগ্রেস অবশ্য এই বক্তব্য মানতে রাজি নয়। তারা রাহুল গান্ধীর পাশে থেকে তার বক্তব্যকে সমর্থন করার লক্ষ্যেই রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য বিরোধীরা যাই বলুক না কেন আদিবাসী সংখ্যালঘুদের অনুপস্থিতি নিয়ে রাহুল গান্ধী সঠিকই বলেছেন।

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট : এবার কি মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতাতেও সংরক্ষণ চাইছেন রাহুল গান্ধী? লোকসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে ইঙ্গিত তেমনটিই। যা নিয়ে আবার পাল্টা এল বিজেপির ডরফে। সংখ্যালঘু এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণে রিজিজু বললেন, যেভাবে রাহুল মিস ইন্ডিয়া, সিনেমা এবং খেলাধুলায়

মেগা প্রতিবাদ কর্মসূচির তীব্র কটাক্ষ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা দেশ। ঘটনার যোলেদান পরেও আন্দোলনে আঁচ প্রায় একইরকম। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের আরও বাঁজ বাড়াতে চলেছে বিজেপি। বিজেপির কর্মসূচি ঘোষণা তীব্র সমালোচনায় সরব তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, এ রাজ্যে কীসের ধরনা, কীসের কর্মসূচি? যা মিছিল শুরু হবে সেগুলো মিঞ্জিও কমপ্লেক্সের সিবিআই অফিসে শেষ হওয়া উচিত। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে গত কয়েকদিনে যা হয়েছে তার পরেও সুকান্ত মজুমদার এই রাজ্যে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করছেন? কী চান ব্যাক ডোর দিয়ে কীভাবে কেন্দ্রকে বাংলায় নাক গলাতে দেওয়া যায়? সিবিআইকে দিয়ে ফন্সসালা করা এখন আপনাদের দায়িত্ব। এভাবে নজর যোয়ানোর চেষ্টা করছেন? যদি দাবি হয় জািসিস ফর আর জি কর, তবে তোমার আমর একই স্বরা। আর যদি দাবি হয় রিজিইন মমতা, তাহলে ময়দানে সুকান্তবাবু বুকে নেবে জনতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। রবিবার শ্যামবাজারের ধরনা মঞ্চ থেকে এাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি। সোমবার বাড়িতে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদের আন্দোলনে আমাদের সমর্থন আছে। আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার হলে অ্যাট্টুয়াল নিয়ে পাশে থাকব। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ধর্মতলায় ধরনা। পুলিশ অনুমতি না দিলে, আদালতে যাব। আদালতের পথ খোলা। রাজ্য মহিলা কমিশনের বিরুদ্ধেও ফ্লোড উগরে দেন সুকান্ত। বলেন, রাজ্য মহিলা কমিশন গোটা বছর ঘুমোয়। যদি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসে তখন জাগে। মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে যুগ্ম মহিলা কমিশনের দপ্তরের দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে। মূলত গেরুয়া শিবিরের নারী প্রিগেড আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। দলের মহিলা সদস্যদের কাছে সুকান্তর আর্জি, কমপক্ষে ১ জন করে পরিচিত মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে যোগদান করতে হবে। আগামী ২৯ আগস্ট জেলায় জেলায় জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি রয়েছে বিজেপির। ওইদিন দুপুর ১২টা থেকে থেকে শুরু হবে ঘেরাও। এর পর আগামী ২ সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রত্যেকটি ব্লকে বিজেপি কর্মীদের একদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা-১২টা প্রতিটি মণ্ডলে রাস্তা অবরোধ করবে বিজেপি। সুকান্তর হুঁশিয়ারি, ওইদিন একটি যানবাহনও চলতে দেওয়া হবে না। এক ঘণ্টার জন্য বাংলা স্তব্ধ থাকবে। আবশ্যিক পরিষেবা শুধুমাত্র সহযোগিতা করবেন বিজেপি কর্মীরা।



‘দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে’ বিস্ফোরক অভিযোগে কর্মবিরতিতে অনড় রইলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট : তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর আর জি কর

করতে হবে। স্বচ্ছ, সুষ্ঠু নিবাহন করতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যাতে জুনিয়র চিকিৎসকরা কমিটিতে

যে তাঁরা অনড়, তা সাফ জানিয়ে দেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। পরবর্তী কর্মসূচির কথাও জানিয়ে দেন।



মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। মোতাময়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে তা সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন তুলেছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। দোষীকে এখনও আড়াল করার চেষ্টা চলছে বলেই অভিযোগ তাঁরা। আর তার জেরে কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে এখনও অনড় জুনিয়র চিকিৎসকরা। রবিবার দুপুরে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁরা অভিযোগ করছেন,কেউ নিরাপদ নন। দোষীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বাস্থ্যবভনের মদতে দোষীকে আড়াল করার চেষ্টা চলছে। চিকিৎসক পুঁজে অসংবেদনশীল আচরণ স্বাস্থ্যভবনের। মেডিক্যাল কলেজে ভয়ের রাজনীতি বন্ধ

থাকতে পারেন, তার বন্দোবস্ত করতে হবে। যারা সুবিচার পেতে বাধা তৈরি করছে, তাদের সামনে আনা হোক। তথ্যপ্রমাণ লোপাটে যারা যুক্ত তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে। শনিবার স্বাস্থ্যভবনের শীর্ষকর্তারা বৈঠকে বসেন। তাতে জুনিয়র চিকিৎসকদেরও যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তবে তা প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কোনও সমঝোতা চলবে না। সকলের চোখের আড়ালে মিটমাটের চেষ্টা আন্দোলনকারীরা। খাটো করে দেখা। এদিন আরও একবার সন্দীপ ঘোষের সাসপেনশন এবং পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েদের পদত্যাগ দাবি করেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে

রবিবার বিকেলে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সংঘটিত সভার ডাক দেওয়া হয়েছে। তাতে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকদের অংশ নেওয়ার কথা। সোমবার বিকেলে কলকাতা মেডিক্যাল গণ কনভেনশন। কেন আর জি করের বদলে কলকাতা মেডিক্যাল গণ কনভেনশন, সে কারণেও স্পষ্ট করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তাঁরা জানান, আমরা এর আগে গণ কনভেনশন আয়োজন করতে চেয়েছিলাম। যেহেতু এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, তাই অনুমতি প্রয়োজন ছিল। তাই কলকাতা মেডিক্যালের করা হবে। সিবিআই তদন্তে পূর্ণ জিলা রয়েছে জুনিয়র চিকিৎসকদের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আধিকারিকদের তদন্তে কোন নতুন তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে আন্দোলনকারীরা।

‘রেল দুর্ঘটনার নেপথ্যে বড়সড় ষড়যন্ত্র’, বিস্ফোরক রেল প্রতিমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট : রেল দুর্ঘটনা নিয়ে চিন্তিত সকলেই। ২০২৬ সালে বাহানগায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস, চলতি বছরে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের মতো একাধিক দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে দেশ। এ ছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিত্যদিনের ঘটনা। যা নিয়ে বিরোধীরা বিধেয় সরকারকে অখচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী রবনীত সিং বিটু এই দুর্ঘটনাগুলির নেপথ্যে সরকারের গাফিলতি দেখছেন না। তিনি দেখছেন ষড়যন্ত্র। কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত বিটু বলছেন, ভারতীয় রেলের পর পর যে দুর্ঘটনা হচ্ছে, তার নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বেশ কিছু বিপজ্জনক জিনিস রয়েছে এর নেপথ্যে। রেল প্রতিমন্ত্রীর দাবি, রেল দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে ভয়ঙ্কর জিনিসপত্র উঠে আসছে। গতকালই আলিগড়ে রেল ট্রাকে অ্যালান হুইল পাওয়া গিয়েছে। এর মানে বড় যন্ত্রস্ত রয়েছে, যা ধীরে ধীরে সামনে আসছে। কিন্তু কে এই যন্ত্রস্ত করছে,

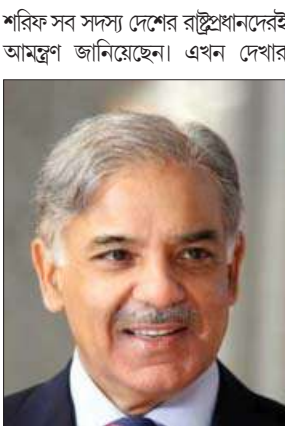
কেনই বা করা হচ্ছে? রেল প্রতিমন্ত্রীর দাবি, নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সেকারণেই ভারতের লাইফলাইন রেল ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সম্প্রতি রেল দুর্ঘটনাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর ইঙ্গিত এই রেল দুর্ঘটনাগুলির নেপথ্যে বিদেশি শক্তির হাতও থাকতে পারে। এদিন রবিবার ফের দুর্ঘটনার কবলে আরও একটি ট্রেন। উত্তরপ্রদেশে চলতে চলতে দু-টুকরো হয়ে গেল ধানবাড়গামী গঙ্গা-শতদ্রু এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রেনটির ১০ টি কামরা গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছে। বেশ কিছু বিপজ্জনক জিনিস রয়েছে এর নেপথ্যে। রেল প্রতিমন্ত্রীর দাবি, রেল দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে ভয়ঙ্কর জিনিসপত্র উঠে আসছে। গতকালই আলিগড়ে রেল ট্রাকে অ্যালান হুইল পাওয়া গিয়েছে। এর মানে বড় যন্ত্রস্ত রয়েছে, যা ধীরে ধীরে সামনে আসছে। কিন্তু কে এই যন্ত্রস্ত করছে,



বৈচ্ছেদন যাত্রীরা। বেশ কিছু ক্ষণ পরে অবশিষ্ট বগিগুলি নিয়ে ট্রেনের ইঞ্জিন ধানবাড়গামী উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, আজ ভোর ৪টা নাগাদ ধানবাড়গামী একটি ট্রেনের কিছু বগি ইঞ্জিন-সহ বাকি বগিগুলি থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিছু প্রযুক্তিগত কারণেই ওই বিরাট দেখা গিয়েছে। তবে নিরাপদে রয়েছেন যাত্রীরা।’’ রেলের আধিকারিকেরা জানাচ্ছেন, দু’টি স্লিপার কোডের মধ্যে ‘আলাদা হয়ে গেলো এমন ঘটনা ঘটে। এ থেকে বড় দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। এই ট্রেনটিতে করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশে নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে আসছিলেন ২০০ বেশি পরীক্ষার্থী। এছাড়াও ছিলেন আরও অন্যান্য যাত্রী। দুর্ঘটনার জেরে বিপাকে পড়তে হয় তাঁদের।

মোদিকে আমন্ত্রণ পাকিস্তানের, ইসলামাবাদ যাবেন কি প্রধানমন্ত্রী?

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট : সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইসলামাবাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছে পাকিস্তান। অক্টোবরে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হবে এসসিও দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক। প্রথামাফিক মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও চীন, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান-সহ বেশ কয়েকটি দেশ এই সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের সদস্য। এসসিও দেশগুলি ঘুরিয়ে ঘিরিয়ে শীর্ষ বৈঠকে আয়োজন করে থাকে। এবার ১৫ এবং ১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে এই সম্মেলন হবে। প্রথামাফিক শাহবাজ



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই বৈঠকে যান কিনা। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসসিও শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে যোগ দেন। তবে এ বছর কাজাখস্থানে ওই



মোদি নিজে না গিয়ে বৈঠকে পাঠান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে। যদিও মোদির ওই বৈঠকে যোগ না দেওয়ার নেপথ্যে ভারত-চীন সম্পর্কের

চিনা-পোডেন কাজ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহলের ধারণা, ভারত-পাক সম্পর্ক বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে রয়েছে, তাতে মোদির ইসলামাবাদ সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। তবে বৈঠকে ভারত প্রতিনিধি পাঠাবে। উল্লেখ্য, গত বছর এই এসসিও সম্মেলন আয়োজিত হয় গায়োয়া। সেবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে যোগ দেননি। বদলে এসেছিলেন তৎকালীন বিশেষসহক্মি বিলাওয়াল ভুট্টো। নয়াদিল্লি বিলাওয়ালকে কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাইরে কোনওরকম সৌজন্য দেখানায়। এবার কি হয় তা দেখা জনসকলেই অপেক্ষা করছেন। কে যেত পারেন পাকিস্তান, তা নিয়ে জলজ্বনা বাড়ছে।

পাকিস্তানে বাস দুর্ঘটনায় মৃত ৩৭

ইসলামাবাদ, ২৫ আগস্ট : একজন বা দুজন নয়, এবার ভয়াবহ সাব দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩৭ জন। আজ রবিবার দেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এই ৩৭ জনের। আসলে আজ রবিবার দিনটি পাকিস্তানের কাছে কালো দিনের তুলনায় কম কিছু নয়। কারণ ভারতের এই প্রতিবেশী দেশটিতে দুটি বড় সড়ক দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। পৃথক বাস দুর্ঘটনায় ১১ জন তীর্থযাত্রীসহ ৩৭ জন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, এদিন বেবুলিস্তান প্রদেশের মাকরান উপকূলীয় হাইওয়েতে ৭০ জন যাত্রী বহনকারী একটি বাস উল্টে গেলে প্রথম দুর্ঘটনায় ঘটাবাসটি শিয়া তীর্থযাত্রীদের ইরান থেকে পানজাব প্রদেশে নিয়ে যাচ্ছিল। মাকরান উপকূলীয় মহাসড়ক ৬৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি জাতীয় মহাসড়ক যা সিন্ধু প্রদেশের করাচি থেকে পাকিস্তানের আরব সাগর উপকূলে বেলুচিস্তান প্রদেশের গোয়াদার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফ্যাশন- রূপচর্চা

কোনাকুনিভাবে ব্যাগ নেওয়ার এই স্টাইল মূলত টপের সঙ্গে আপনাকে ভালো মানায়



অনেকের পছন্দ পুরো দুনিয়া নিয়ে যোরা, তাঁর দরকার বড় হাতব্যাগ। কেউ আবার একান্ত না হলেই নয়, এমন জিনিস নিয়ে ঘুরতে স্বচ্ছন্দ, মাঝারি বা ছোট একটা ব্যাগেই তাঁর

চলে। প্রয়োজন যা-ই থাক, একটা হাতব্যাগ কিন্তু চাই-ই চাই। দরকারি এই জিনিসই আবার অনেক আগেই নিজেকে স্টাইলিশ অনুভব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। একেক সময়

ব্যাগের ধারা থাকে একেক রকম। হাতের মুঠোয় এঁটে যাবে, এমন ব্যাগের পাশাপাশি বিশাল আকারের ব্যাগচলতি ধারায় এখন দুটিই চলছে। শুধু স্থান আর সময় বুঝে বেছে নিলেই হবে।

ব্যাগ উপচানো জিনিস
বড় আকারের ব্যাগ এখন জনপ্রিয়। এ কারণে দোকানগুলোয়ও বেড়েছে এ ধরনের ব্যাগ। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ফ্যাশন অনুষ্ঠানে বড় ব্যাগের এই ধারা ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছিল। ব্যাগ উপচে জিনিস পড়ে যাচ্ছে, সেসব জিনিসসহ ব্যাগগুলো একরকম পাঁজাকোলা করে ধরে র‍্যাসম্পে হাঁটছিলেন মডেলরা। ডিজাইনাররা মনে করছেন, বেশ কয়েক বছর ছোট ও মাঝারি ব্যাগগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। বড় ব্যাগগুলো সাধারণত এয়ারপোর্টেই বেশি চোখে পড়ত। প্রতিদিনের জীবনযাপনেই বড় আকারের ব্যাগগুলো এবার ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছেন তাঁরা।

ছোট ব্যাগ
এসব ব্যাগ ধরা দেবে এক হাতের মুঠোর ভেতরেই। আদতে কোনো

কাজে দেয় না। ফোনও রাখা যায় না। কোনোমতে আপনার ফ্রেড্রিট কার্ডটি হয়তো ঢোকাতে পারবেন। তবে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এ ধরনের ব্যাগ খুব চোখে পড়ছে গত বছর থেকেই। থাকবে আরও বেশ কিছুদিন।

প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যাগ
বাঁশ, বেত, সুতা, পাট, কাপড় ইত্যাদি উপকরণের ব্যাগ এখন হাতে হাতে ঘুরছে। ক্যাজুয়াল কাজেই এগুলোকে বহন করা হচ্ছে বেশি।

চকচকে চেইনের হাতল
মালার মতো চকচকে চেইনে অলংকৃত করা হচ্ছে ব্যাগের হাতল। কখনো সোনালি আবার কখনো রূপালি। পাশাপাশি নান্দনিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে মুক্তা ও প্রাকৃতিক উপকরণ।
খাম কিন্তু আসলে ব্যাগ দেখতে অনেকটা খামের মতো, কিন্তু করছে ব্যাগের কাজ। এনভেলপ ব্যাগ নামে পরিচিত এই ব্যাগগুলো ক্যাজুয়াল ও দাওয়াত দুই জায়গাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাগগুলো পুরো সাজেই নিয়ে আসছে হিমহাম একটা ভাব।

রঙের ধারা
ব্যাগের চলতি ধারায় লাল ও বার্গান্ডি রঙের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। ২০২৩ সালে ভ্যালেন্টিনো, গুচ্চি, আলেকজান্ডার ম্যাককুইনের মতো ব্র্যান্ডগুলো লাল, মেরুন রঙের ব্যাগ নিয়ে আসে। অনেক দিন ধরে যারা হালকা রং ব্যবহার করছেন, তাঁরাই বেশি আগ্রহ নিয়ে কিনছেন এখন।
বালতি ব্যাগ বালতির মতো দেখতে ব্যাগগুলো আবার জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। লম্বা স্ট্রিং দিয়ে ঝোলানো খুব ছোট আকারের ব্যাগ যেমন আছে, কাঁধ বেয়ে কোমরে এসে ঠেকেছে, এমন আকারের বালতি ব্যাগও আছে।

কোনাকুনি ব্যাগ
ক্রস বডি ব্যাগগুলো সব বয়সের নারীর মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
ডান কাঁধ গলিয়ে ব্যাগটিকে নিতে হবে বাঁ দিকের কোমরের ওপর বা বাঁ কাঁধে ব্যাগ নিলে গিয়ে পড়বে ডান দিকের কোমরের ওপর। কোনাকুনিভাবে ব্যাগ নেওয়ার এই স্টাইল মূলত টপের সঙ্গে ভালো মানায়।

বল বোমা উদ্ধার

মালদা, ২৫ আগস্টঃ মালদার গৃহস্থ বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার বল বোমা! উদ্ধার হাওয়া বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ। রবিবার এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল মালদার বৈষ্ণবনগর থানার চক সেহেরদি বিশ্বাসটোলা এলাকায়। জানা গেছে, চক সেহেরদি বিশ্বাসটোলা এলাকার বাসিন্দা মনিরুল সেখের বাড়ির ছাদে একটি বল বোমা উদ্ধার হয়। তার ছেলে প্রথমে সেই বোমাকে বল ভেবে খেলতে যায়। কিন্তু বল জাতীয় বস্তুটি দেখে পরিবারের লোকজনেরদের সন্দেহ হয়। তাই তারা তৎক্ষণাৎ খবর দেন বৈষ্ণবনগর থানায়। পুলিশ গিয়ে বল জাতীয় বস্তুটিকে বল বোমা হিসেবে চিহ্নিত করে। এরপর পুলিশ খবর দেয় সিআইডি বস্ স্কোয়াডে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন সহ বস্ স্কোয়াডের অধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এরপর তারা বল বোমাটি উদ্ধার কোরে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিষ্ক্রিয় করে বলে খবর। ঘটনায় বাড়ি মালিকের দাবী কীভাবে তার বাড়ির ছাদে বল বোমা আসলো কি তাৰে, সেই ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তবে কে বা কারা ছাদে বোমা রেখেছিল তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

আন্তর্জাতিক দাবা কম্পিটিশনে

অনূর্দ্ধ ৭ পুরস্কৃত

বর্ধমানের দেবার্ধ

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ আগষ্টঃ কলকাতায় ১ম আন্তর্জাতিক ফিদে রেটেড দাবা প্রতিযোগিতায় (ওপেন র‍্যাপিড) অনূর্দ্ধ ৭ বিভাগে চতুর্থ স্থান দখল করল বর্ধমান চেস স্কুলের ছাত্র দেবার্ধ সমাদ্দার। ২২ আগষ্ট কলকাতার আইসিসিআর ভবনে একদিন ব্যাপি আয়োজিত ওই আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় ৯ টি রাউন্ডে খেলা হয়। তারদের বিভিন্ন রাজ্য সহ বাংলাদেশ, ইউএসএ, নেপাল থেকে ৪৩১ জন প্রতিযোগী ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেন যার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান চেস স্কুল থেকে ১১ জন প্রতিযোগী ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। এদের মধ্যে অনূর্দ্ধ ৭ ক্যাটাগরিতে চেস স্কুলের খুদে প্রতিযোগী দেবার্ধ সমাদ্দার চতুর্থ স্থান দখল করে পুরস্কৃত হয়। দেবার্ধের এই সাফল্যে কার্যতই খুশীর আবহ বর্ধমান চেস স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। বর্ধমান চেস স্কুলের কর্ণার দেবরত সমাদ্দার জানিয়েছেন, এই ধরনের আন্তর্জাতিক মানের দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করলে খুদে দাবারুদের মধ্যে একটা বাড়তি অভিজ্ঞতা হয় যা আগামী দিনে অন্যান্য প্রতিযোগিতায় তাদের মানবল বাড়াতে সাহায্য করে। চেস বা দাবা খেললে মন ও বুদ্ধির বিকাশ যেমন হয় তেমনি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন, নিয়মানুবর্তিতা, ঐর্ধ প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি পরিস্ফুট হয়। উল্লেখ্য, উচ্চমানের প্রশিক্ষনের দ্বারা বর্ধমান শহরের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দাবা শেখার আগ্রহ বাড়িয়ে চলছে বর্ধমান চেস স্কুল।

Name Change	Name Change
I Mou Ghosh W/O Sudip Kumar Ghosh R/O A-301, Ganges Shubham, 29E/1A,Birpara Lane, Dum-dum, P.O- Ghugudanga, Kolkata-700030 shall henceforth be known as Mou Ghosh vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2024. That Mou Ghosh and Mau Ghosh all are the same and one identical person.	I Sudha Maloo W/O Romy Maloo R/O 2/2B, Justice Chandra Madhav Road, L.R.Sarani, Kolkata-700020 shall henceforth be known as Raj Kumari Maloo vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 24/08/2024.That Sudha Maloo and Raj Kumari Maloo all are the same and one identical person.

Name Change	Name Change
I, Chandasree Paul W/o. Bijan Kumar Parul R/o. 13/1, Rakhal Mukherjee Road, 3rd Floor, Flat No.- 9, Sushil Appt., P.O + P.S.- Sarsuna, Kolkata-700061 shall henceforth be known as Chhandasree Paul. I declare that Chhandasree Paul and Chandasree Paul I ssame an done identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.	I SHUBHENDU DEY, S/O SAMARENDRA NATH DEY, R/O VILL-SATSHIMULIYA, PO-NIMTALA BAZAR, PS-HARINGHATA,NADIA-741257, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHENDU DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024,THAT SHUBHENDU DEY AND SUBHENDU DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change	Name Change
I, Farida Khatoon (old name) D/o Anwar Hossain & W/o Merajuddin Ansari residing at B/6/1B/H/1, Rameshwar Shaw Road, PO-Entally, Kolkata-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Farida Ansari (new name) as declared before the Notary Public at City Civil Court Kolkata on 23/08/2024. Farida Khatoon (old name) and Farida Ansari (new name) both are same and one identical person.	I SAMARENDRA DEY, S/O RAMESHWAR DEY, R/O VILL-SATSHIMULIYA, PO-NIMTALA BAZAR, PS-HARINGHATA, NADIA-741257, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMARENDRA NATH DEY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024,THAT SAMARENDRA DEY AND SAMARENDRA NATH DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change	Name Change
I, Mohammad Merajuddin Ansari (old name) Kamaruddin Ansari residing at B/6/1B/H/1, Rameshwar Shaw Road, PO-Entally, Kolkata-700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Merajuddin Ansari (new name) as declared before the Notary Public at City Civil Court Kolkata on 23/08/2024. Mohammad Merajuddin Ansari (old name) and Merajuddin Ansari (new name) both are same and one identical person.	I MD ANOWAR HOSSAIN,S/O AKBAR ALI SARDAR, R/O KADAMBAGACHI BARASAT, PS-DUTTAPUKUR,NORTH 24 PARGANAS-700125, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANOWAR HOSSAIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024,THAT MD ANOWAR HOSSAIN AND ANOWAR HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন	Name Change
আমি, Mustari Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Md Aslam Khan, টিকানা- 121/1, Collin Street, P.S.- New Market, Kolkata- 700016,West Bengal, India, কর্তৃত্বতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mustari Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mustari Khatun (নতুন নাম) এবং Mustari Khatun (পুরানন নাম) একই ব্যক্তি।	I PAMELA GANGULY DAS, W/O CHANDAN DAS, R/O SIDSHA HAPPY VILLE INDIGO, 708, 211, MAIN ROAD, RAJARHAT, BHATNADA, PS RANAGHAT, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAMELA GANGULY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT PAMELA GANGULY DAS AND PAMELA GANGULY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন	Name Change
আমি, Md Shahanawaz Khan (পুরাতন নাম) পিতা Md Aslam Khan, টিকানা- 121/1, Collin Street, P.S.- New Market, Kolkata- 700016, West Bengal, India, কর্তৃত্বতায় নোটারি পাবলিক, Dated 23.08.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Shahnawaz Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Shahnawaz Khan (নতুন নাম) এবং Md Shahanawaz Khan (পুরানন নাম) একই ব্যক্তি।	I UTTAM DUTTA(OLD NAME), S/O LATE CHITTARANJAN DATTA AND CHATTI-YARANJAN DUTTA, R/O VILL-NARAYANPUR, PO-DUTTAPULIA, PS-DHANTALA, DIST-NADIA, PIN-741504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTTAM DATTAIN(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT RANAGHAT, NADIA ON 08/08/2024, THAT UTTAM DUTTA AND UTTAM DATTIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change	Name Change
I, Sultana Begum W/o. Sk Habib R/o. Argori, P.O.- Andul, India- Howrah, Pin-711302, W.B., India shall henceforth be known as Sekh Sultana. I declare that Sekh Sultana and Sultana Begum is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-08-2024.	I PAMELA GANGULY DAS(OLD NAME), W/O CHANDAN DAS, R/O SIDSHA HAPPYVILLE INDIGO-708, 211, MAIN ROAD, RAJARHAT, BHATNADA, PS -RAJARHAT, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAMELA GANGULY(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT PAMELA GANGULY DAS AND PAMELA GANGULY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change	Name Change
I SUBHAMAY NASKAR, S/O MOUSUMI NASKAR, R/O 2/169, NELI-NAGAR, PO HALTU, PS GARFA, KOLKATA -700078, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHOMOY NASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2024, THAT SUBHAMAY NASKAR AND SUBHOMOY NASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON	I UTTAM DUTTA(OLD NAME), S/O LATE CHITTARANJAN DATTA AND CHATTI-YARANJAN DUTTA, R/O VILL-NARAYANPUR, PO-DUTTAPULIA, PS-DHANTALA, DIST-NADIA, PIN-741504, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SU-LATA DATTAN(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD. JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT RANAGHAT, NADIA ON 08/08/2024, THAT UTTAM DUTTA AND UTTAM DATTIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

বন্যায় ত্রিপুরার ২০৯টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত, ১২ হাজার শিক্ষার্থীর বইপত্র নষ্ট

আগরতলা, ২৫ আগস্টঃ বন্যায় ত্রিপুরার ২০৯টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যের ২৬৯টি স্কুলে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে বন্যায় শিক্ষা দপ্তরের প্রায় ১১ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে অমরপুর এবং দক্ষিণ জেলা থেকে এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পাওয়া যায়নি। রবিবার মহাকরনে সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকারি এন সি শর্মা এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২০৯টি স্কুল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১০টি, সিপাহীজলায় ৩৮টি, গোমতী জেলায় ৪৩টি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৬২টি, খোয়াই জেলায় ১২টি, ধলাই জেলায় ২২টি, উনকোটি জেলায় ১৮টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪টি স্কুল রয়েছে।

তাছাড়া সাচাঁদ ব্লকের জগৎরাম পাড়া এসবি স্কুল এবং ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের বনশপাড়া জেবি স্কুল ভূমিপুসের ফলে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীর বইপত্র নষ্ট হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এসসিআরটির অধিকর্তা এল ডার্লং জানান, বন্যায় যে সমস্ত পড়ুয়াদের বই পত্র নষ্ট হয়েছে তাদের জন্য আগামীকাল থেকে বই পাঠানো শুরু হবে। পর্যাপ্ত বই এসসিইআরটি-তে রয়েছে। এদিকে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা জানান, গত ২২ তারিখ থেকে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারী ডিগ্রী কলেজ ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। আইনের প্রবেশিকা পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার পরীক্ষা স্থগিত রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে।



Name Change
I, Rajaki Khan (old name) S/O Golam Rabbani, residing at Vill. - Jupkhali, P.O.- Jupkhali, P.S.- Sandeshkhali, Dist.-North 24 Pgs, Pin-74329,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdur Razzaque (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Abdur Razzaque (new name) and Rajaki Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Karamat Anchary (old name) S/O Md Kales Anchary, residing at Vill. - Jupkhali, P.O.- Jupkhali, P.S.- Sandeshkhali, Dist.-North 24 Pgs, Pin-74329,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Imran Ali Malik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Mohammad Imran Ali Malik (new name) and Md Imran Ali (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Imran Ali (old name) S/O Md Akbar Ali, residing at 61, Prince Anwarsha Road, Vill. - P.O.- Tollygunge, Kolkata- 700033,West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mohammad Imran Ali Malik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Mohammad Imran Ali Malik (new name) and Md Imran Ali (old name) both are same identical person.

অসমে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়ীক বিভাজনের অভিযোগ

সমীর দাসঃ বাংলার আর জি কর কাণ্ডের রেশ থাকতে থাকতেই অসমে একজন দশম শ্রেণীতে ছাত্রী গণ ধর্ষণের শিকার হলো। অভিযোগ,গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে টিউশন পড়ে ফেরবার সময় তিনজন দূরবৃত্ত তাকে ধর্ষণ করে একটা পুকুর পারে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। অসমের নওগাঁ জেলার ষিং এলাকায় ওই কিশোরীর বয়স মাত্র ১৪ বছর। স্থানীয়দের থেকে খবর

পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। নাবালিকাকে ষিং এলাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তার শরীরে একাধিক আঘাত রয়েছে। বর্তমানে নাবালিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে অসমের বিভিন্ন জেলা। পুলিশ ইতিমধ্যে একজনকে গ্রেফতার করলেও সে পুলিশের হাত

ছাড়িয়ে একটি পুকুরে লাফ দিলে তার মৃত্যু হয়। প্রশ্ন উঠেছে, সে নিজে পুকুরে লাফ দিয়েছে, নাকি প্রভাবশালী কাউকে আড়াল করতে তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে? এদিকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা শনিবার এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পুলিশ দ্রুত অপরাধীদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দেবে। প্রসঙ্গত এর মধ্যে তিনি সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কথা উল্লেখ করে

বলেন,ওই হিন্দু কিশোরীর উপর এই ভয়াবহ নির্যাতন যারা চালিয়েছে তাদের ছাড়া হবে না। তিনি আরো বলেন, ভোটের পরে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক খুবই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ২ মাসে ২৬টি নারী নির্যাতনের ঘটনা তা প্রমাণ করছে। এদিকে দেহাীদের শাস্তির দাবিতে পথে পথে মান্দোলনের পথে যাবে বলে হুমকি দিয়েছে।



প্রতিবাদ অব্যাহতঃ আরজিকরে পড়ুয়া চিকিৎসককে খুন এবং ধর্ষন এর প্রতিবাদে রবিবার বৃষ্টির মৌসুমকে উপেক্ষা করেই বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর ব্লকের ব্রজরাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীনে আডালডিহি থেকে যুগিবাঈদ হয়ে ছাতাপুর থেকে নয়না পর্যন্ত এক বিক্ষার মিছিল করা হয়। পায়ে পা মিলিয়ে রাজনীতি নির্বিশেষে ১০ টি গ্রামের প্রায় তিন হাজার মানুষ তিলোত্তমার শান্তির দাবিতে স্লোগান তোলেন, মিছিলে অংশগ্রহণ করে কচিকাঁচাও।

পান্তা ভাত খেয়ে অসুস্থ

আমতা, ২৫ আগস্টঃ এলাকায় ছিল শীতলা পূজো। আর গ্রামের সেই পূজো উপলক্ষ্যে এলাকার বাড়ি গুলিতে ছিলো অরুন্ধন পালনা। সাধারণত আগের দিন রাতে রান্না করা ভাত পান্তা হিসাবে খাওয়ার রীতি রয়েছে গ্রাম বাংলায়। আর বাড়িতে রান্না করা পান্তা ভাত খেয়ে অসুস্থ হয়ে পরলো নয় জন। জানা গেছে শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে আমতা - ২ নম্বর ব্লকের তাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পূর্ব বাটকুল গ্রামে। পান্তা ভাত খেয়ে অসুস্থ হওয়া নয় জনকে স্থানীয়া উদ্ধার করে চিকিত্সার জন্য নিয়ে যায় আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে। আরো জানা গেছে অসুস্থরা প্রত্যেকে পায়খানা, বমির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে।

আর জি করের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ সন্দীপ, প্রাক্তন কর্মী তারক চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, ২৫ আগস্টঃ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এই মুহূর্তে এর কঠিন নজরে থাকলেও আর জি করে তাঁর প্রভাব ছিল প্রবল। একেবারে হাসপাতাল গটে থেকে সুপার পর্যন্ত তার একটা চেনা ছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর জি করের একটা ইট পর্যন্ত নাড়ানোর ক্ষমতা কারোয় ছিল না। এক রাশ ক্ষোভ উদ্ব্লে দিয়ে এই

কথা বললেন, ওই হাসপিটালের প্রাক্তন কর্মী তারক চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন, সবাই ডাঃ ঘোষকে বলতেন আর জি করের মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য দপ্তর বলে কিছু আছে, তেমন তিনি মনেই করতেন না। স্বাস্থ্য দপ্তরও কোনো অজানা কারণে তার বশ্যতা মেনেও নিয়েছিলেন।তিনি তীব্র ক্ষোভ নিয়ে আরো বলেন,

‘‘কীভাবে দুর্নীতি হয়েছে, তা চোখের সামনে দেখছি। আর সন্দীপ ঘোষকে গুপ্তা সর্গার বললেও ভুল হবে না। মর্গ থেকে ফার্মেসি- সব জায়গায় চলত দুর্নীতি। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শুধু পুলিশ নয়, নিজের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগত বাউন্সারও রেখেছিলেন প্রাক্তন

অধ্যক্ষ। সন্দীপের চালচলন বর্ণনা করতে গিয়ে তারক চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘উনি যখন ঢুকতেন, তখন আগে ৬-৪ জন থাকত। তারা বলত, সরে যান সরে যান। ঠিক যেন মুখামন্ত্রী ঢুকছে। এবার একে একে সবাই যত মুখ খোলা শুরু করেছেন, ততই বিপদ বাড়ছে ডাঃ সন্দীপের।

জিরো স্ক্র্যাপ মিশন-এর দিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অগ্রগতি বিগত অর্থবর্ষে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করে ২০০ কোটি টাকারও বেশি আয়



মালিগাঁও, ২৫ আগস্টঃ বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য সামগ্রী থেকে

নিজেদের অধিক্ষেত্রের অধীনে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ইউনিটকে মুক্ত

করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য একাধিক

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই মিশনের অধীনে বর্জ্য মুক্ত নিশ্চিত করতে স্টেশন, ডিপো, শেড, ওয়ার্কশপ ও সেকশনগুলির ধারাবাহিকভাবে নিরীক্ষণ করা হয়। ‘‘জিরো স্ক্র্যাপ মিশন-এর অংশ হিসেবে বিগত অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৩৬২৮ এমটি স্ক্র্যাপ রেলপি-ওয়ে উপকরণ এবং ১৯১৯২ এমটি বিভিন্ন বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করে ২০২.৮৪ কোটি টাকা রাজস্ব উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া একই সময়ের মধ্যে জরাজীর্ণ রোলিং স্টক তথা ২৬টি ডিজেল লোকোমোটিভ, ২৪৭টি কোচ এবং ২৮৪টি ওয়াগনও বিক্রি করা হয়। বর্তমান অর্থবর্ষের ২০২৪-এর জুলাই পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৪১.৫৮ কোটি

টাকা মূল্যের স্ক্র্যাপ রেল, পি-ওয়ে উপকরণ, অচল কোচ, ওয়াগন এবং লোকোমোটিভ বিক্রি করেছে, বা বিগত বছরের একই সময়ের ৩০.৮৮ কোটি টাকার তুলনায় ৩৪.৬৫ শতাংশ বেশি। ‘‘জিরো স্ক্র্যাপ মিশন’’ অভিযানের ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় রেলওয়ের রাজস্বই উৎপন্ন হয়েছে, তা নয়, বরং এর পাশাপাশি বর্জিতাংশ সহ অন্যান্য উপাদান জমা করার স্থানও তৈরি করেছে। এর ফলে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি স্টেশন, কর্মক্ষেত্র ও চারপাশের এলাকার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশে অনকুল করে রাখার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হয়ে উঠেছে।

